অবহেলিত জনপদ ৫নম্বর ওয়ার্ড (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর পৌরসভাটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কিন্তু নাগরিক সেবা কিছু এলাকায় তৃতীয় শ্রেণীর মত। বাসিন্দারা নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। চলাচল করতে পোহাতে হয় দুর্ভোগ। পর্যাপ্ত বা ময়লা আবর্জনা রাখার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। এলাকায় ড্রেনের ব্যবস্থা থাকলেও ড্রেনের পানি নিষ্কাশন হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। যে কারণে এলাকার মধ্যে চলাচলের রাস্তাটিতে সবসময়ই পানি জমে থাকে। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না করায় ময়লা আবর্জনায় ভরা।

অভিযোগ দিলে পৌরসভা থেকে এসে ড্রেন পরিস্কার করে দেয় আর অভিযোগ না করলে কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ফলে নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। পৌরসভার ছোট্ট একটি ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিন আছে। এলাকার কিছু মানুষ এই ডাষ্টবিন ব্যবহার করলেও ময়লা আবর্জনা দিনের পর দিন পড়ে থাকে।

মেহেরপুর পৌরসভার পল্লী বিদ্যুৎ পাড়া, দিঘিরপাড়ার একাংশ, বন বিভাগ হতে ওয়াপদপাড়া, চক্রপাড়া, টি এন্ড টি পাড়া, হঠাৎ পাড়া, ক্যাশবপাড়ার একাংশ, কাথুলী বাসস্ট্যান্ড পাড়া ও পৌর কলেজ পাড়ার একাংশ নিয়ে গঠিত মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, বন বিভাগ ও বিদ্যুৎ অফিস। ওয়ার্ডে মোট ভোটার ৩ হাজার ২শত জন। ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর জাফর ইকবাল।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ৫ নং ওয়ার্ডের কিছু উন্নয়ন হলেও পাড়ার ভিতরের চিত্র ভিন্ন। সড়কে বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দর, ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকলেও ড্রেনের পানি নিষ্কাশন হয় না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে প্রায় সারা বছরই ভোগান্তি পোহাতে হয়।

ড্রেনের দূর্গন্ধময় কাঁদা পানি ও মশা-মাছিতে অতিষ্ঠ জনজীবন। এসকল ড্রেনে দূর্গন্ধময় কাঁদা, পানি ও ময়লা আবর্জনায় ভরা। নিয়মিত ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হয় না। বাড়ির ব্যবহৃত পানি অল্পতেই ড্রেনের উপরে উঠে আসে। ড্রেনের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না

থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে প্রায় হাটু পানি জমে থাকে।

৫ নং ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়ার একই চিত্র দেখা মেলে। অধিকাংশ এলাকায় বছরের পর বছর ধরে নির্মাণ হয়নি ড্রেন ও রাস্তা। ওয়ার্ডের নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা। এলাকার লোকজন যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনার স্তুপ।

হঠাৎপাড়ার বাসিন্দা রবিউল ইসলাম বলেন, পাড়ার ভিতরে ড্রেনগুলোর অবস্থা ভালো না। ড্রেনগুলো ঠিকমত পরিষ্কার করে না। ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকায় পাশে লোকের জায়গায় আবর্জনা ফেলতে হয়। ড্রেন তৈরী করা হয়েছে কিন্তু ড্রেনের পানি বের হওয়ার পথ নেই। যে কারণে জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে সবসময়। নিয়মিত ড্রেনগুলো পরিস্কার করে না। ময়লা ফেলার জায়গা নেই। সামনে ছোট্ট একটা ময়লা ফেলার জায়গা করে দিয়েছে পৌরসভা থেকে সেটাও নিয়মিত পরিস্কার হয়না। ড্রেনের পানি বের হবার ব্যবস্থা না করে ড্রেন নির্মাণ করা ঠিক হয়নি। পাড়ার এই ড্রেনটা যদি পাইপ ড্রেনের সাথে সংযোগ করা হতো তাহলে আমরা এই জলাবদ্ধতা থেকে রেহায় পেতাম।

চক্রপাড়ার হাফিজুল বলেন, আমাদের পাড়ার কোন মা বাপ নেই। আমরা অনেক অবহেলিত। এই পাড়ায় উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। নেই ড্রেন, নেই রাস্তা। বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কোন কিছুই করা হয়নি। নেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা। বছরের পর বছর পার হলেও পাড়ার ভিতরের রাস্তাগুলো সংস্কার করা হয়নি

দিঘিরপাড়ার রশিদ আলি বলেন, এই এলাকায় দু-একটা হিয়ারিং রাস্তা ছাড়া কোন উন্নয়ন হয়নি। আগেও যেমন ছিলো এখনও তেমনই আছে। উত্তরপাড়ার মাঠের রাস্তাটার দু’পাশে সামান্য হিয়ারিং হলেও মাঝখানটুকু মাটির রাস্তাই থেকে গেল। এই মাঠে প্রায় দেড় থেকে দুই’শ লোকে আবাদ করে। মাঠের ফসল ঘরে নেওয়ার সময় আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তাছাড়া কেউ এই এলাকার খোঁজখবর রাখে না। এলাকার দেখভাল না থাকার কারণে রাস্তাটি দখল হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ডের উন্নয়ন চিত্র:

এলাকার উন্নয়নের মধ্যে চক্রপাড়ায় জার্মান বাংলার ভিতরে ফ্লাট সোলিং রাস্তা নির্মাণ। ক্যাশবপাড়া মিজানুরের পোল্ট্রি খামার হতে নায়েব বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। কবির মিয়ার বাড়ি হতে কালু মন্ডলের বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। এতিমখানার পিছনে রাস্তা নির্মাণ। হঠাৎ পাড়া জাহানের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত

আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। তারিকের বাড়ি হতে পাড়ার শেষ অংশ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ।

মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান বলেন, ৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাফর ইকবাল শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় ওয়ার্ডের দায়িত্বে আছি। এই ওয়ার্ডে বতর্মানে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধানের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বুধবার দিনব্যাপী ৪ ইউনিয়নের সকল পার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়।৪ ইউনিয়নে প্রতীক পেলেন যে সকল প্রার্থীরাঃ
১। বাগোয়ান ইউনিয়নে দলীয় ভাবে নৌকা প্রতীক পেয়েছে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক কুতুবউদ্দীন মল্লিক ।অপরদিকে নৌকার বিপক্ষে সতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে আনারস প্রতিক পেয়েছেন জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।
২। মোনাখালী ইউনিয়নে দলীয় ভাবে নৌকা প্রতীক পেয়েছে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম অপা।অপরদিকে নৌকার বিপক্ষে সতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদন্ধীতা করছেন ৩ জন প্রার্থীদের ।
তারা হলেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ পেয়েছেন ঘোড়া মার্কা,ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম পেয়েছেন আনারস ও মাহাবুবুর রহমান

উপজেলা মৎস কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন,আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারীভাবে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করি এ উদ্যেগের ফলে মানুষের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা পুরণ হবে।

বাইক রেসিং কাড়ছে প্রাণ

মেহেরপুরে একমাসে মোটরসাইকেল রেসিং প্রতিযোগীতায় সড়কে তিন জনের মৃত্যু ও আহত হয়েছেন ডজন খানেক যুবক। এর মধ্যে নিহত ও আহতরা অধিকাংশই যুবক।
গত সোমবার সন্ধ্যায় বিট করে মুজিবনগরে রেস দিতে এসে রেসিংয়ে প্রাণ হারালেন চাঁদ মিয়া (২৫) নামের এক যুবক। এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের ইয়াহিয়া নামের এক ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ও রাব্বি হোসেন নামের আরো এক যুবক মারা গেছেন। এ দুটি ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চার যুবক।
জানা গেছে, ফারসি নামের এক যুবক রেসিং প্রতিযোগীতার আয়োজন করে সোমবার সন্ধ্যায়। সেখানে বলা হয় ৩ টা মটরসাইকেল নিয়ে মুজিবনগরে রেস দিতে হবে। যে সর্বপ্রথম মুজিবনগর গেটে পৌছাতে পারবে তাকে ৫হাজার টাকা, যারা হেরে যাবে তারা দিবে এ টাকা। এমন বিটের কারনে চাঁদ মিয়া রেসিং শুরু করে। রেসিং চলাকালীন সময়ে চাঁদ মিয়া মুজিবনগর গেটের কাছে পৌছালে তার বাইক নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সরাসরি মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেটের সাথে ধাক্কা খায় এবং সাথে সাথে মাটিয়ে লুটিয়ে পরে। পরে স্থানীয় জনগন তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। সাথে আহত রিজোকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, চাঁদ মিয়া ও রিজো রাধাকান্তপুর গ্রাম থেকে একটি ডিসকভারি মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলো। মুজিবনগর গেটের কাছে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সরাসরি কমপ্লেক্স গেটের সাথে ধাক্কা দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পরে তার মৃত্যু হয়। এদিকে নিহতের ব্যাক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে কারও কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়ায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ঘটনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার

রাধাকান্তপুর গ্রামের সৌদি প্রবাসী মুজিবুর রহমানের ছেলে ফারসী (২২), ইয়ার আলী ছেলে মহাব্বত আলী (২২), ফরিকুল ইসলামের ছেলে সরিন (১৬), এই তিনজন প্রায় রেস এর আয়োজন করে। সোমবার ঘটনার পর থেকে এই তিন জন আত্মগোপনে রয়েছেন।
রেসের ধরন- সদর উপজেলার বন্দর পিটিআই মোড় থেকে চকশ্যামনগর পর্যন্ত সর্ট রেস এবং একই সড়কের মুজিবনগর গেট পর্যন্ত লং রেস এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডের কলেজ মোড় থেকে দিনদত্ত ব্রিজ পর্যন্ত এই দুটি রাস্তাতে এই মোটরসাইকেল রেস হয়ে থাকে। সর্ট রেস ৫শ থেকে এক হাজার টাকা এবং লং রেস ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা টাকা পর্যন্ত পাইজমানি থাকে। প্রতিযোগীরা এই পরিমান টাকা জমা দিয়ে রেসে অংশ নিতে পারে কিন্তু প্রথম স্থান অধিকারী এই পুরস্কার পেয়ে থাকে। তবে এ ধরণের কোন তথ্য মেহেরপুর পুলিশের কাছে নেই। মেহেরপুরের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিএম ফেরদৌস হাসান বলেন, গতমাসে শুধু মোটরসাইকেলের কেস হয় ২২৮টি এবং চলতি মাসের আজ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ২০০। আমরা মাঝে মধ্যে সন্ধ্যার পরেও চেক পোষ্ট বসিয়ে অভিযান চালাই। তাছাড়া নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সড়কের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করছি। তবে মটোরসাইকেল রেসিং প্রতিযোগীতার কোন তথ্য তাদের কাছে নেই।
মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেন, অল্প বয়সি ছেলেদের মোটরসাইকেল কিনে দিয়ে বাবা মা আত্মঘাতী সিন্ধান্ত নিচ্ছেন। সড়কের পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং মামলা দেওয়া সত্তেও মাঝে মধ্যে হৃদয় বিদারক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনা রোধে অভিভাবকসহ সমাজের সচেতন মহলকে কার্যকর ভুমিকা রাখতে হবে।

কোটচাঁদপুরে তথ্য আপার উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তথ্য আপার উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা তথ্য কেন্দ্রের আয়োজনে এলাঙ্গী ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা গ্রামে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উঠান বৈঠকে নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারীর ভূমিকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগা প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, তথ্য সেবা সহকারি মমতাজ খাতুন, শারমিন আক্তার, অফিস সহায়ক আফসানা খাতুন সহ তথ্য কেন্দ্রের সুবিধাভোগী গ্রামীণ প্রান্তিক নারীরা।

গাংনীর চার ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা, কাজিপুর, ষোলটাকা ও রাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের হাতে দলীয় মনোয়নপত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক তার বাস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন। তৃতীয় ধাপে গাংনী উপজেলার এ চারটি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধানখোলা ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়নে দেলবার হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়নে রেজাউল হক এবং রাইপুর ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। মনোনয়নপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে দিক নির্দেশনা মূলক বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আসিফ ইকবাল অনিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকরা।

গাংনীতে পিকআপ চাপায় বৃদ্ধের মৃত্যু

গরুর রসি ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন বৃদ্ধ আব্দুর রহমান (৮০)। রাস্তার উপরে উঠে গরু দৌড়াতে থাকে। সামলাতে না পেরে আব্দুর রহমান পড়েন পণ্যবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সামনে। নিমিষেই চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

মঙ্গলবার বিকেলের মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে চালক ও হেলপারকে আটক করা হয় এবং পিকআপটিকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। নিহত আব্দুর রহমান হেমায়েতপুর গ্রামের মৃত তাহের আলী মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের পাশেই আব্দুর রহমানের বাড়ি। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি মঙ্গলবার বিকেলে গরুটি নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় গরু দৌড় দিলে আব্দুর রহমান সামলাতে ব্যর্থ হন। গরু রসি ধরে তিনিও দৌড়াতে থাকেন। এক পর্যায়ে হাটবোয়ালিয়া থেকে গাংনী গামী গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সামনে পড়ে। চালক গাড়ী ব্রেক করলেও তাতে কাজ হয়নি। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই আব্দুর রহমানের মৃত্যু হয়।

এদিকে খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প সদস্যরা পিকআপ ভ্যানটি হেফাজতে নেয়। পিকআপ চালক মেহেরপুরের গোভীপুর গ্রামের সুমন আলী ও হেলপার আলমপুর গ্রামের আল মামুনকে আটক করেছে পুলিশ। পিকআপ ভ্যানটি মেহেরপুরের সনোল্যাবের। গাংনী থানার ওসি জানান, মরদেহ,

পিকআপভ্যান ও চালক-হেলপার পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

গাংনীর ৫ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৯জন ও মেম্বর পদে ৪ জনের প্রার্থীতা প্রত্যাহার

আসন্ন ইউপি নির্বাচনে ২য় ধাপে গাংনীর ৫টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে ৩০জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ গ্রহনের নিমিত্তে তাদের মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন।

মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যারের শেষ দিন। শেষ দিনে মোট ৯ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন। এরা হচ্ছেন, চেয়ারম্যান প্রতাহার-কাথুলী-২ জন,জাফর আলী ও আমিনুল ইসলাম-সাহারবাটি মোট ৬ জন, প্রত্যাহার ১জন,তৌহিদুল ইসলাম। তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৯জন মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

এদের মধ্যে প্রত্যাহার-৪জন প্রার্থী। এরা হলেন-আমজাদুল হক, রতন আলী, আব্দুস সাত্তার, শরিফুল ইসলাম। বামন্দি ইউনিয়নে ৬জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন । প্রত্যাহার করেন ২জন প্রার্থী। এরা হবিবুর রহমার হবি ও সোহেল রানা। মটমুড়া ইউনিয়ন মোট প্রার্থী ৩ জন, এদের মধ্যে কেউ প্রত্যাহার করেননি। এছাড়াও মেম্বর পদে (সংরক্ষিত নারী আসন) মোট ৫৬ জন তাদের মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এদের মধ্যে ৪জন তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন।

অপরদিকে সাধারণ সমদস্য পদে ৫টি ইউনিয়নে ১৮৪ জন মনোনয়ন উত্তোলন করেন। এদের মধ্যে প্রত্যাহার করেন ৭ জন। উপজেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুল আজিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গাংনীর ধলা গ্রামে ফাইনাল ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত

গাংনীর ধলা গ্রামে ফাইনা ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪.০০ ঘটিকার সময় ফাইনাল খেলার শুভ উদ্বোধন করেন।উক্ত খেলায় একদিকে অংশ গ্রহন করেন কুতবপুর ফুটবল একাদশ অপর দিকে অংশ গ্রহন করেন রংমহল ফুটবল একদশ। কুতুবপুর ১ গোল হারিয়ে বিজয় লাভ করেন রংমহল।

ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা। সভাপতিত্ব করেন ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইয়ারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ইলিয়াস হোসেন,ও ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ইলিয়াস হোসেন,ধলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুল সামা,৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হামিদ,খেলা কমিটির পরিচানায় করছিলেন হাবিবুল বাশার,প্রধান রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন মাহবুব আলম সহ তার সহ কর্মীবৃন্দ।

গাংনীতে ঋতু পরিবর্তনে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

বাড়ছে

মেহেরপুর জেলাতে আবহাওয়া এখন না শীত না উষ্ণ। দিনে রোদে তাপের ঝলক। রাতের হাওয়ায় হাল্কা শিরশিরানি। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণে শিশুসহ সব বয়সের মানুষ এখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অসুস্থ হয়ে অনেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন মেহেরপুরের গাংনীর হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিকে। বিষয়টি স্বীকার করে চিকিৎসকরা চিকিৎসা গ্রহনের পাশাপাশি সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে প্রতিদিন দেড় হাজার থেকে দুই হাজার মানুষ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। গত রোববার নারী ও পুরুষ ওয়ার্ডে ৭৫ জন রোগী ভর্তি হয়। এদের মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন, শিশু ১২ জন এবং ২৫ জন নারী। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে কখনো ঠাণ্ডা কখনো গরম। দিনে গরমের কারণে সমস্যা আর রাতে ঘুমানোর সময় ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা চালানোর কারণে ঠাণ্ডা লেগে শরীরে তাপমাত্রার হেরফের হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থতা ও জ্বরের স্বাভাবিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাইরের বিভিন্ন খাবার ও পানি খাওয়ায় ডায়রিয়া ও পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। অসুস্থদের মধ্যে শিশু ও বয়ষ্কদের সংখ্যা বেশি। সরেজমিনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে গিয়ে দেখা যায়, আউটডোরে রোগীদের দীর্ঘ সারি। টিকিট রেজিস্টারে দেখা গেছে, প্রতিদিন গড়ে দু’হাজার রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ওয়ার্ডে ৭৫ জন ভর্তি রয়েছে। পা ফেলার জায়গা নেই। মেঝে ও সিঁড়িতেও রোগীরা ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্স। শিশুদের কান্নায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে। রোগীদের অধিকাংশই জ্বর, স্বর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত। আর শিশুরা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত।
জোড়পুকুরয়িা গ্রামের কাজল জানান, তিনি তার ছেলে হামিম(২) কে নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছেন তিন দিন। ছেলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। প্রথমে হালকা জ্বর হওয়ায় স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেন। পরে রোগির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা করে ধরে পড়ে হামাম নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত। করমদি গ্রামের গৃহবধু লাবনী তার মেয়ে ছয়মাস বয়সি আপিয়াকে নিয়ে ভর্তি আছেন ৭ দিন। আরো ৫ দিন থাকতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। এছাড়াও রোগি আরাফাত জানান, তিনি জ্বর ও ডাইরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে দু’দিন ভর্তি রয়েছেন।